দৈনিক
ইত্তেফাক

30 MAY 2017

রামগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪০টি পদ শূন্য

■ জাকির হোসেন মোস্তান, রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

উপজেলার ১৫৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ১৪০টি পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘ তিনবছর যাবৎ পদগুলো শূন্য থাকায় ওই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

রামগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় মোট ১৫৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩১টিতে প্রধান শিক্ষক নেই এবং ৭১টি বিদ্যালয়ে ১০১জন সহকারী শিক্ষক নেই। তার মধ্যে আশার কৌটা ও পশ্চিম শোশালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি করে পদ শূন্য। নয়নপুর, উত্তরবিঘা, ভাটরা, বদরপুর, হোটাটিয়াসহ ১২টি বিদ্যালয়ে তিনটি করে পদ শূন্য। মধ্যভাদুর, সিরুন্দি, উত্তর হরিশ্চর, রাঘবপুরসহ ২৭টি বিদ্যালয়ে দুটি করে পদ শূন্য ও শেখপুরা, বিঘা, ভাদুর, পশ্চিম ভাদুরসহ ৪৩টি বিদ্যালয়ে একটি করে পদ শূন্য রয়েছে।

পশ্চিম শোশালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক আবু তাহের জানান, স্কুলে শিক্ষক না থাকায় ঠিকমতো ক্লাস হয় না, তাই ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে চায় না, কিছু অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছেন। কিন্তু নানা সমস্যায় সবাইতো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে দূরের স্কুলে ভর্তি করতে পারছে না। তাই সবাই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তায় আছি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ জাহাঙ্গীর আলম জানান, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকলে মানসম্মত পাঠদান ব্যাহত হয়। জরুরি ভিত্তিতে ওই সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ না দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রামগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্লা জানান, শূন্য পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে বারবার চিঠি দেওয়াসহ চেষ্টা অব্যাহত আছে।

স্থানীয় এমপি লায়ন এমএ আউয়াল জানান, রামগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকসহ যে পদগুলো শূন্য রয়েছে, তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করা হচ্ছে, আশা করছি খুব শিগগিরই শূন্য পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।